

CITY

Green fuel push: No registration fee, road tax for electric, CNG vehicles

Krishnendu.Sandyopadhyay
@timesgroup.com

Kolkata: The Bengal Budget on Friday gave a fillip to seamless transition to cleaner fuel in the transport sector by encouraging people to buy vehicles powered by electricity and CNG.

As an incentive, the state budget has proposed exemptions on registration fees and road tax for both electric and CNG vehicles the next two years from 2022-23 financial year. This is the biggest budgetary push for electric vehicles ever since the EV Policy was announced last year, which also promised sops for shifting to cleaner fuel.

Both electric and CNG vehicles are considered the most viable alternative to vehicles run on fossil fuel—petrol and diesel. “We welcome the move. If people replace their petrol and diesel vehicles with those run on cleaner fuels, the city will be relieved of the massive pollution burden,” said Somendra Mohan


‘HOPE FOR POLLUTION-FREE AIR’

GREEN-FUEL VEHICLES


Petrol-hybrid vehicles: 5,895


Diesel-hybrid vehicles: 4,254

E-rickshaws: 35,999


Two-wheelers: 1,240 


Four-wheelers: 93

Buses: 93 

Trucks: 24 

Total: 47,598

Non-commercial vehicles: 93.4 lakh 

Commercial vehicles: 10.1 lakh 

Source: WB EV policy 2021



Electric and CNG vehicles are considered the most viable alternative to vehicles run on petrol and diesel

“We welcome the move. If people replace their petrol and diesel vehicles with those run on cleaner fuels, the city will be relieved of the massive pollution burden”
—Somendra Mohan Ghosh | CLEAN AIR CAMPAIGNER

Ghosh, a clean air campaigner.

The transport sector is the biggest contributor to the city’s worsening air pollution,

which in turn, has increased the burden of diseases. Bengal’s EV Policy targets to promote inter-city electric mobility between Kolkata and

Asansol and Digha. Rapid chargers will be installed every 25 km, catering to electric buses and heavy-duty vehicles. The transport department has also declared its plan to run all its public transport vehicles either on electric or CNG by 2030.

However, seamless supply of CNG from Haldia is still a challenge as the authorities face hurdles over land required to lay the pipelines. GAIL (Gas Authority of India Limited) could not lay any line in seven districts in Bengal before its entry to the city. Bengal Gas Company Limited (BGCL) now supplies CNG in caskets by trucks. As a result, the supply is limited and not cost-effective. “The policy, budgetary push and ground realities have some critical gaps. The land hurdle has to be overcome without delay, or the dream of clean air will remain unattainable,” said Subhas Datta, a green crusader who has been fighting in the NGT for smooth CNG supply.

₹113 crore loan for

সিএনজি গাড়ির ছাড়ে খুশি শিল্প, সংশয়ী দামে

দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত
ফিরোজ ইসলাম

দূষণ কমাতে এবং তেলের দরের ঝাঁক এড়াতে বিকল্প হিসেবে বৈদ্যুতিক ও সিএনজি (প্রাকৃতিক গ্যাস চালিত) গাড়ির ব্যবহার বাড়ানো নিয়ে চর্চা চলছে বহুদিন ধরেই। দেশে পেট্রল-ডিজেলের দাম রেকর্ড উচ্চতা ছোঁয়ার পরে সেগুলির খোঁজ আরও বাড়ে। হালে তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে অশোধিত তেলের ১০০ ডলার পেরনো দর। তবে বাস্তবে এখনও সেগুলির বিক্রি নগণ্য। চাহিদা বাড়াতে বাজেটে তাই নতুন বৈদ্যুতিক এবং সিএনজি গাড়ি কিনলে আগামী দু'বছরের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ও পথকর মকুবের প্রস্তাব দিল রাজ্য। প্রস্তাবে খুশি গাড়ি শিল্পের বক্তব্য, এই ছাড় নিঃসন্দেহে বৈদ্যুতিক ও সিএনজি গাড়ির চাহিদায় ইন্ধন জোগাবে। অনলাইন অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা সংস্থাগুলির সংগঠন প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেও জ্বালানির জোগানের পরিকাঠামোর অভাবের বিষয়টি ইঙ্গিত করে তা আরও জোরদার করার পক্ষে সওয়াল করেছে। তবে বাস মালিকদের সংগঠনের একাংশ অতিমারিতে বিপর্যস্ত পরিবহণ শিল্পের পক্ষে বিপুল খরচ করে এ ধরনের বাস কেনার সামর্থ্য নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর, বৈদ্যুতিক ও সিএনজি গাড়ির চাহিদা বাড়াতে এমন নানা ছাড়ের কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে বিভিন্ন রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গে এর আগে বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক গাড়ির পারমিট ফি-তে ছাড় দিলেও এ বারেই প্রথম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আরও ছাড়ের প্রস্তাব দিল রাজ্য।

গাড়ির ডিলারদের সংগঠন ফাডার রাজ্যের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ ভাণ্ডারি

আশা যেখানে

- রেজিস্ট্রেশন ফি এবং পথ করে ছাড় মিললে গাড়ি কেনার খরচ কমবে।
- তেলের চড়া দরের জন্যও অনেকে এমন গাড়ি কিনতে আগ্রহী হতে পারেন।
- এই চাহিদা বিকল্প জ্বালানির গাড়ির বাজার বাড়াতে সাহায্য করবে।
- এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি হবে আরও চার্জিং স্টেশন ও সিএনজি পাম্প।

তবুও সংশয়

- বৈদ্যুতিক ও সিএনজি গাড়ির দাম পেট্রল-ডিজেলের গাড়ির তুলনায় অনেকটাই বেশি।
- চার্জিং স্টেশন, সিএনজি পাম্পের মতো বিকল্প জ্বালানির পরিকাঠামো এখনও হাতে গোনা।
- গেলের প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইন রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় পৌঁছতে সময় লাগবে।
- করোনায় পরিবহণ শিল্প বিপর্যস্ত। ফলে বিপুল খরচ করে বিকল্প জ্বালানির বাস কেনার সাধ্য কত জনের রয়েছে, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে যথেষ্ট।

ও রিজিয়োনাল ডিরেক্টর (বৈদ্যুতিক গাড়ি) রোহিত চৌধুরি প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি, তেলের চড়া দাম বৃদ্ধির জেরে এই ছাড় অনেককেই বৈদ্যুতিক বা সিএনজি-গাড়ি কিনতে আগ্রহী করবে। যার হাত ধরে গাড়ি বিক্রিতেও গতি আসবে।

তবে সিটি সাবার্বান সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক টিটো সাহা বলেন, “অতিমারির ধাক্কায় পরিবহণ শিল্প রুগণ। এর মধ্যে বিপুল বিনিয়োগ করে বেসরকারি ক্ষেত্র এমন বাস কিনে কী ভাবে চালাবে তা স্পষ্ট নয়।” অনলাইন ক্যাব অপারেটরস গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “প্রস্তাব স্বাগত। তবে শহরে

আরও সিএনজি পাম্প জরুরি। জরুরি গ্যাসের জোগানও নিশ্চিত করা।”

সিএনজি পাম্প কিংবা বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন, দুই কাঠামোর অপ্রতুলতার বিষয় বারবারই ওঠে। রোহিতের অবশ্য দাবি, বিভিন্ন ডিলারদের শোরুম, জাতীয় সড়ক বা মন্দারমণির মতো পর্যটন কেন্দ্রেও চার্জিং স্টেশন হয়েছে। একবার পুরো চার্জ দিলে চার চাকার যাত্রী গাড়ি প্রায় ২০০ কিমি যেতে পারে। সিদ্ধার্থের বক্তব্য, গাড়ি বিক্রি বাড়লে ওই সব পরিকাঠামো তৈরিতেও গতি আসবে। কারণ এখন যে সব সংস্থা তা গড়েছে, তাদের ব্যবসা বাড়লে তারাও আরও পরিকাঠামোয় লগ্নিতে আগ্রহী হবেন।